শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুরাদিত্যঃ পুষ্করাক্ষো মহাস্বনঃ।
অনাদিনিধনো ধাতা বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ ॥১৮

শাংকরভাষ্য : স্বয়মেব ভবতীতি *স্বয়ম্ভূঃ* 'স এব স্বয়মুদ্ভবৌ (মনুসংহিতা, ১।৭) ইতি মানবং বচনম্। সর্বেষামুপরি ভবতি স্বয়ং ভবতীতি বা স্বয়ম্ভূঃ। যেষামুপরি ভবতি যশ্চোপরি ভবতি তদুভয়াত্মনা স্বয়মেব ভবতীতি বা 'পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' (ঈশোপনিষৎ ৮) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ অথবা স্বয়ম্ভূঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়মেব স্বতন্ত্রো ভবতি ন পরতন্ত্রঃ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ' (কঠ ২।৪।১) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।

শং সুখং ভক্তানাং ভাবয়তীতি *শম্ভুঃ*।

আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থো হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ *আদিত্যঃ* দ্বাদশাদিত্যেষু বিষ্ণুর্বা 'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ' (গীতা ১০।২১) ইত্যুক্তেঃ। অদিতেরখণ্ডিতায়া মহ্যা অয়ং পতিরিতি বা 'ইয়ং বা অদিতিঃ' 'মহীং দেবীং বিষ্ণুপত্নীম্' ইতি শ্রুতেঃ। যথাদিত্য এক এবানেকেষু জলভাজনেষু অনেকবৎ প্রতিভাসতে, এবমনেকেষু শরীরেষু এক এবাত্মানেকবৎ প্রতিভাসত ইতি আদিত্যসাধর্ম্যাদ্বা আদিত্যঃ।

পুষ্করেণোপমিতে অক্ষিণী যস্যেতি *পুষ্করাক্ষঃ*।

মহানূর্জিতঃ স্বনো নাদো বা শ্রুতিলক্ষণো যস্য স *মহাস্বনঃ* 'সন্মহৎ' (পাণিনিসূত্র ২।১।৬১) ইত্যাদিনা সমাসে কৃতে 'আন্মহতঃ সমানাধিকরণ-জাতীয়য়োঃ' (পাণিনিসূত্র ৬।৩।৪৬) ইত্যাত্বম্ 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০) ইতি শ্রুতেঃ।

আদির্জন্ম; নিধনং বিনাশঃ, তদ্দ্বয়ং যস্য ন বিদ্যতে স *অনাদিনিধনঃ*। অনন্তাদিরূপেণ বিশ্বং বিভর্তীতি *ধাতা*। কর্মণাং তৎফলানাং চ কর্তা *বিধাতা*। অনন্তাদীনামপি ধারকত্বাদ্ বিশেষেণ দধাতীতি বা *ধাতুরুত্তম* ইতি নামৈকং সবিশেষণং সমানাধিকরণ্যেন; সর্বধাতুভ্যঃ পৃথিব্যাদিভ্য উৎকৃষ্টশ্চিদ্ধাতুরিত্যর্থঃ। ধাতুর্বিরিঞ্চেরুৎকৃষ্ট ইতি বা বৈয়ধিকরণ্যেন। নামদ্বয়ং বা; কার্যকারণপ্রপঞ্চ-ধারণাচ্চিদেব ধাতুঃ। উত্তমঃ সর্বেষামুদ্গতানাম-তিশয়েনোদ্গতত্বাদুত্তমঃ।

ভাষ্যানুবাদ : পূর্বশ্লোকে পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে সম্বোধন করেছিলেন 'প্রভু,' 'ঈশ্বর' ইত্যাদি নামের ভূষণে। 'প্রভু' নামের গভীরে থেকে যায় কর্তৃত্বের প্রতি সমীহ। ঈশ (ঐশ্বর্যে) ধাতু থেকে ঈশ্বর শব্দ উদ্ভূত। প্রভু, ঈশ্বরাদি শব্দ তাই সৃষ্টি-সাম্রাজ্যের অধিকর্তার বাচক। এই সৃষ্টি, এই ব্যাপ্তচরাচর

তাঁরই ঐশ্বর্য। বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন একটি অলৌকিক প্রত্যক্ষের অনুভূতির কথা বলেছেন। তিনি দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট শরীরের মধ্যে সমস্ত দেবতাকে, চরাচর জগতকে, স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহকে। মুগ্ধ বিমোহিত অর্জুন তখন তাঁকে ডেকেছেন এই বিশ্বের 'ঈশ্বর' সম্বোধনে—পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ (গীতা, ১১।১৫, ১৬)।

প্রাকৃতমনে যদি ওই ঐশ্বর্যের কর্তৃত্বের 'উত্তরাধিকার' নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, যদি মনে হয়—কে দিয়েছে তাঁকে এই ভুবনের ভার? এমন একটি অনুবৃত্তি কল্পনা করেই হয়তো পিতামহ বলছেন, কেউ দেয়নি, তিনি 'স্বয়ম্ভু'। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, 'স্বয়ম্ এব ভবতি'। ভাষ্যকার মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি এনে বলছেন, ''স্ব এব স্বয়ম্ উদ্‌ভবৌ''—তিনি স্বয়ং থেকেই উদ্ভূত (মনুস্মৃতি, ১।৭)। এই 'স্বয়ম্ভু' শব্দের প্রামাণ্য ভাষ্যকার খুঁজেছেন উপনিষদের মন্ত্রে। ঈশোপনিষদের অষ্টম মন্ত্রে 'স্বয়ম্ভু' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে সর্বব্যাপী স্বতঃবিদ্যমান এক সত্তাকে প্রকাশ করার জন্য—''কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ...।''

কঠোপনিষদে 'স্বয়ম্ভূ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে কর্তা অর্থে—স্বতন্ত্রতার অধিকার যাঁর হাতে, 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ' (২।৪।১)। পরমাত্মা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ইচ্ছা করে বহির্মুখ করেছেন। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ করার ইচ্ছা, ক্ষমতা, অধিকার তাঁর শক্তিমত্তার প্রকাশ। তিনি স্বাধীন, স্বতন্ত্র, তিনি কখনই কারও অনুগত নন—''স্বয়ম্ এব স্বতন্ত্রো ভবতি, ন পরতন্ত্রঃ।''

এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাচার যাঁর স্বভাব, তিনি কখনই জীবের অকল্যাণকারী নন। তিনি সদাসর্বদা জীবের কল্যাণকারী। শং অর্থাৎ কল্যাণ, ভূঃ অর্থ ভাবয়তি—ভাবছেন, ভাবনা করছেন। ভক্তের কল্যাণ বা সুখের ভাবনা তাঁরই, সুখপ্রদান করাই তাঁর স্বভাব তাই তিনি শম্ভু।

এই সৃষ্টি নিত্য যাঁর আলোয় প্রকাশিত হয়ে ওঠে, যাঁর আলোতে জীবন জেগে ওঠে তিনি আদিত্য। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় আমাদের জীবনের যাত্রা, তাই সূর্যার্ঘ্য বা সূর্যবন্দনাই আমাদের প্রথম পূজা, সূর্যই আমাদের প্রথম প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁকে আমরা স্তুতি করি আমাদের সকল পাপ নষ্ট করে দেওয়ার অভীপ্সা জানিয়ে : ''ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।'' তাই সূর্যের অপর নাম 'মিত্র'—বৈদিক শান্তিমন্ত্রে আমরা পাঠ করি ''শং নো মিত্র শং বরুণঃ।'' সূর্য আমাদের শরীরমনকে পুষ্ট করেন, সমৃদ্ধ করেন, তাই তাঁর অপর নাম 'পূষণ'। ভাষ্যকার বলছেন দ্বাদশ হিরণ্ময় পুরুষবর্গ নিয়ে যে-আদিত্যমণ্ডল রচিত হয়েছে তার দ্বাদশতম হচ্ছেন 'বিষ্ণু'। গীতাতে ভগবান নিজের মুখে বলেছেন 'দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমিই বিষ্ণু' (১০।২১)। শ্রীমদ্‌ভাগবতে পাই কালীয়নাগকে দমন করে বালক কৃষ্ণ যখন আর্দ্র শরীরে ঠান্ডায় কাঁপছিলেন, তখন দ্বাদশ আদিত্য নিচে নেমে এসে তাঁকে ঘিরে উষ্ণতা প্রদান করছিলেন, বৃন্দাবনে আজ ওই স্থানটির নাম আদিত্যটিলা।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সত্যান্বেষী সাধক যখন এই ভুবনের দ্বার পেরিয়ে যেতে চান তখন তিনি সূর্যের কাছেই জোড়হাত করে প্রার্থনা জানান : ''হে পূষণ, হে একাকী বিচরণকারী জগতের পালক, তোমার তেজ সংবরণ করো, স্বর্ণবরণ মায়ার আবরণ সরিয়ে দাও—তত্ত্বং পূষন্ অপাবৃণু, যাতে আমি দেখতে পাই—সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে, যাতে তোমার কল্যাণকারী রূপটি দেখতে পাই—যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।'' (ঈশোপনিষৎ ১৫, ১৬)

উপনিষদ সেই পুরুষকে আরও বলছেন, 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'আদিত্য' শব্দকে ভাঙছেন ভাষ্যকার—অদিতি +

ণ্য প্রত্যয়। অদিতি তথা পৃথিবী বা ভূদেবীর পতিরূপে নারায়ণ হচ্ছেন আদিত্য—'ইয়ং বা অদিতিঃ' 'মহীম্ দেবীম্ বিষ্ণুপত্নীম্' ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ এই ব্যুৎপত্তির।

একটি চিত্রকল্পের অবতারণা করেছেন ভাষ্যকার। একই সূর্য যেমন বহু জলপাত্রে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে বহু সূর্যরূপে প্রতীত হয় তেমন একই আত্মা বহু শরীরে বহুরূপে প্রতিভাসিত হয়। তাই কবির কল্পনায় এক অদ্বিতীয় আত্মাকে বহু জলপাত্রে বিম্বিত সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

নীলকমলের মতো নয়ন যাঁর, পুষ্করই হতে পারে যে-নয়নের তুলনা, তিনি পুষ্করাক্ষ। শিবপুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ একবার এক চতুর্দশীতে একশো আটটি নীলকমল দিয়ে শিবপূজায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরিহাসচ্ছলে শিবজী একটি কমল লুকিয়ে রাখেন। নারায়ণ নিজের চক্ষু উৎপাটন করতে উদ্যত হলে শিবজী প্রকট হয়ে তাঁকে আশ্বাস দেন এবং ওই চতুর্দশীর ফল বৈকুণ্ঠলাভের বর প্রদান করেন। সেই সূত্রে কার্তিক শুক্লা চতুর্দশীকে বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী বলা হয়।

পিতামহ এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের প্রসঙ্গ করেছেন। মহান বা শ্রেষ্ঠ স্বর যাঁর তিনি মহাস্বন (স্বন্ ধাতু, শব্দ অর্থে)। 'স্বয়ম্ভু' শব্দ যাঁর ব্যক্তিত্বে প্রযোজ্য তাঁর নয়ন, কণ্ঠস্বরের লক্ষণ করা দুর্বোধ্য। তাই ভাষ্যকার বলছেন বেদই যাঁর কণ্ঠস্বর, তিনি মহাস্বন। শ্রুতিকে উদ্ধৃত করে বৃহদারণ্যক বলছেন, ওই মহান পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাস এই ঋগ্‌বেদ এবং যজুর্বেদ (২।৪।১০)। দেহাতীতের দেহের লক্ষণ, তাঁর নয়ন, তাঁর কণ্ঠস্বরের কল্পনাও দুঃসাধ্য, আচার্য অন্যত্র এই প্রসঙ্গেই বলেছেন 'জাতবান্ ইব', 'দেহবান্ ইব' ইত্যাদি।

ব্যাকরণের দৃষ্টিতে মহৎ + স্বন্ = মহাস্বন। এমন সন্ধি হতে হলে মহৎ-এর 'ত'-কার লুপ্ত হয়ে আ-কার হতে হবে। ভাষ্যকার এইপ্রসঙ্গে পাণিনিসূত্র ২।১।৬১, ৬।৩।৪৬-এর উল্লেখ করেছেন।

শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথম সম্বোধন 'অনাদিনিধন'। আদি অর্থাৎ জন্ম, নিধন অর্থাৎ মৃত্যু। এ-দুটিই যাঁর নেই, তিনি অনাদিনিধন। নিত্য, শাশ্বত বোধের দ্যোতক এই সম্বোধন। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান স্বমুখে ঘোষণা করেছেন, 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'—আমি জন্মরহিত (৪।৫)।

অনন্তনাগ বা শেষনাগরূপে যিনি বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, তিনি ধাতা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।৮৯।৫৩) শেষনাগের বর্ণনা করেছেন শুকদেবজী : "তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং সহস্রমূর্দ্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ।/বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্॥"
—বিশাল তাঁর অঙ্গ, এক হাজার তাঁর ফণা, দুহাজার তাঁর ভীষণ নয়ন, স্ফটিকময় পর্বতসদৃশ তাঁর নীলকণ্ঠ, নীলজিহ্বা। শুকদেবজী বলছেন অনন্তনাগের দেহই পুরুষোত্তম ভগবানের আসন।

জীবের কর্ম, সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি তিনি সৃষ্টি করছেন, ফল উৎপন্ন করছেন, তাই তিনিই বিধাতা। জীবের কর্মাশয়কেও তিনি ধারণ করে আছেন। তাঁর ওই উৎকৃষ্ট ধারণশক্তির জন্য তাঁকে পিতামহ ভীষ্ম সম্বোধন করছেন 'ধাতুরুত্তম' বলে। ধাতুরুত্তম অর্থাৎ উত্তম ধাতু, শ্রেষ্ঠ ধাতু। এই সৃষ্টিতে সকল বস্তু একে অপরকে ধারণ করে আছে। পৃথিবী বৃক্ষকে ধারণ করে আছে, বৃক্ষ ফুল-ফল-পত্রাদি ধারণ করে আছে। ফল আবার বীজ ধারণ করে থাকে। বীজ ধারণ করে অপর বৃক্ষের সম্ভাবনাকে। আকাশ ধারণ করে মেঘকে, মেঘ বৃষ্টিকে। বৃষ্টি ধারণ (সুরক্ষিত) করে থাকে শস্যশ্যামলা ধরিত্রীকে। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করে থাকেন যে 'চিৎ-শক্তি', ওই চেতন শক্তিই শ্রেষ্ঠতম ধাতু। তাই নির্বিশেষচৈতন্য যিনি সমস্ত

ধাতুর অধিষ্ঠান তিনিই উত্তম ধাতু—ধাতুঃ উত্তমঃ।

ভাষ্যকার বলছেন, দুভাবে মনন করা যেতে পারে। প্রথমত সমানাধিকরণরূপে, যেমন চৈতন্য সমস্ত ধারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধারক বা উত্তম ধাতু। এখানে 'উত্তম' হল ধাতুর সমানাধিকরণ বিশেষণ। অথবা অন্যভাবেও ভাবা যায়, অর্থাৎ ব্যধিকরণরূপে—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যিনি শ্রেষ্ঠ ধাতা (ধাতু) তাঁর থেকে উত্তম ওই নির্বিশেষচৈতন্য। এখানে 'উত্তম' বা 'শ্রেষ্ঠ' (অর্থাৎ চৈতন্যের বিশেষণ) এবং ধাতু (ধাতা) দুটি ভিন্ন বস্তু।

ভাষ্যকার বলছেন দুটি ভাবকেই সমন্বয় করলে এই দাঁড়ায়—সমস্ত সৃষ্টিকে অধিষ্ঠাতৃরূপে ধারণ করে আছেন যিনি সেই অদ্বিতীয় চৈতন্যই একমাত্র ধারক বা ধাতু, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ ধাতা বা উত্তম ধাতু। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় : "তার চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক একবার দেখি, ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে!... এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে,—সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে।" *(ক্রমশ)*